খসড়া গঠনতন্ত্র

GBDBAAA

Monogram

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন

গণ বিশ্ববিদ্যালয়

নলাম, সাভার, ঢাকা

"গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ এলামনাই এসোসিয়েশন"

গঠনতন্ত্র

ভূমিকাঃ

শিক্ষাঙ্গানে নতুন চেতনা ও অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠায় ঢাকার অদূরে গ্রাম ও শহরের মিশ্র এক মনোরম ও শান্ত পরিবেশে ১৯৯৪ সালে গণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। যার মূল ব্রত হলো অসাম্প্রদায়িক ও প্রকৃত দেশ প্রেমিক শিক্ষিত নাগরিক গড়ে তোলা,দারিদ্র জনগোষ্ঠীর সুখ-দুঃখ সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নারী পুরুষ বৈষম্য ও দারিদ্র দুরিকরণে উদ্বুদ্ধ করা। একাবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধন ও দ্রত সামাজিক পরিবর্তর্নের ফলশুতিতে মানুষেরা জীবনযাত্রার মান ও চাহিদার পরিবর্তন হচ্ছে যা থেকে বিভিন্ন চাহিদাগত সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষের জীবনযাত্রার মান ও চাহিদার পরিবর্তন জনিত কারনে যে সমস্যা তৈরী হচ্ছে তার সমাধনের লক্ষে গণ বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১ সালে চালু করে ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ।

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ১৪টি ব্যাচে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। ইতোমধ্যেই ৬টি ব্যাচ অত্যন্ত সফলতার সাথে তাদের অধ্যয়ন সমাপ্ত করে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী সায়ত্বশাষিত ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে। এইসব পাশকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একদিকে যেমন পারস্পরিক সহমর্মিতাবোধ, যোগযোগ ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা অন্যদিকে পাশকৃত ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং তাদের সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের কারিকুলাম দেশের চাহিদা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আধুনিক, গতিশীল ও উন্নত করার লক্ষ্যে একটি সংগঠনের প্রয়োজন। উক্ত প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির ভিত্তিতেই ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন গঠনের এই প্রয়াস।

প্রস্তাবনাঃ

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম বিভাগ থেকে এ যাবত যারা স্নাতক সম্মান ডিগ্রী অর্জন করেছেন তারা মনে করেন যে, তাদের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক স্থাপন ও তা অব্যাহত রাখার জন্য একটি সামাজিক সংগঠন থাকা প্রয়োজন।

তারা আরও অনুভব করেন যে, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের এবং তাদের স্বামী/স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে পারস্পারিক পরিচিতি, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টির জন্য এরূপ একটি সংগঠন প্রয়োজন যা সংশ্লিষ্ট সকলের কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে।

অধিকিন্তু, একটি পেশাগত সেবামূলক বিষয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠন হিসেবে এর মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কর্মকান্ডে তাদের সামাজিক দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করতে পারবে। এই বিশ্বাসে " গণ বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম বিভাগের এলামনাই এসোসিয়েশন" নামে একটি সংগঠন স্থাপনে ব্রতী হয় এবং এ লক্ষ্যে একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে, যা প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে সংশোধন ও পরিমার্জন করা যাবে।

ধারা -১ নাম ও প্রকৃতি

(ক) " গণ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ এলামনাই এসোসিয়েশন" নামে এই সংগঠন পরিচিতি লাভ করবে। যা ইংরেজিতে সংক্ষেপে GBDBAAA নামে পরিচিত হবে।

(খ) গঠনতন্ত্রের অন্যত্র এটি শুধু এসোসিয়েশন হিসেবে উল্লেখ করা হবে।

(গ) এটি একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও কল্যাণমূলক সংগঠন হিসেবে বিবেচিত হবে।

ধারা-২: কার্যালয়

এসাসিয়েশনের কার্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়।

ধারা-৩: পরিধি

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ থেকে বিবিএ প্রগ্রাম ডিগ্রীধারীরাই কেবল এই এসোসিয়েশন এর পরিধিভূক্ত বলে গণ্য হবেন। বিভাগের এলামনাই শিক্ষক ব্যতীত অন্য বিষয়ের শিক্ষকগণ এই এসোসিয়েশনের সহযোগী সদস্য হতে পারবেন।

ধারা-৪: সংজ্ঞা

বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হলে- এ গঠনতন্ত্রে-

(ক) "এসোসিয়েশন" বলতে "গণ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ এলামনাই এসোসিয়েশন" বুঝাবে।

(খ) গঠনতন্ত্র বলতে " গণ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ এলামনাই এসোসিয়েশন" এর গঠনতন্ত্র বুঝাবে।

(গ) "মনোগ্রাম ও সিলমোহর" বলতে এসোসিয়েশন এর মনোগ্রাম ও সিলমোহর বুঝাবে।

(ঘ) "সাধারণ পর্ষদ"বলতে এসোসিয়েশন এর সাধারন পর্ষদ বুঝাবে,

(ঙ) "নির্বাহী পর্ষদ" বলতে এসোসিয়েশন এর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাহী পর্ষদ বুঝাবে;

(চ) সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক সাংগঠনিক সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, দপ্তর সম্পাদক, প্রচার সম্পাদক, প্রকাশনা সম্পাদক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক, সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক, এবং নির্বাহী সদস্য বলতে এসোসিয়েশন এর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচিত নির্বাহী পর্ষদে যথাক্রমে সকল কর্মকর্তা ও নির্বাহী সদস্য বুঝাবে।

(ছ) "সদস্য" বলতে এসাসিয়েশন এর সাধারণ পর্ষদের সদস্য বুঝাবে।

ধারা-৫: লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এসোসিয়েশন এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে নিম্নরূপ:

(ক) ব্যবসায়িক ও বানিজ্যিক জ্ঞানের অনুশীলন, শিক্ষা কার্যক্রমের মানোন্নয়ন এবং বিশ্ববাজারের চাহিদা মোতাবেক কারিকুলাম প্রনয়ণের ক্ষেত্রে অ্যালামনাইদের সুচিন্তিত মতামত গ্রহণ ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(খ) এসোসিয়েশনের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সহযোগীতা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি করা ও জাগ্রত রাখা;

(গ) সদস্যদের ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের আপদে-বিপদে, দূর্যোগ- দুর্বিপাকে এবং মৃত্যুতে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানে সম্ভাব্য চেষ্টা করা;

(ঘ) বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবসায়িক, পেশাগত ও সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা।

(ঙ) প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী এবং সংশ্লিষ্টদের কল্যাণার্থে গঠনমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী পরিচালনা করা।

(চ) বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন, সেমিনার , কর্মশালা, বনভোজন, পুনর্মিলনী ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে আন্তঃ ব্যক্তিক সম্পর্ক জোরদারকরণ,

(ছ) কাঙ্খিত ব্যবসায়িক উন্নয়নে গবেষণা, প্রকাশনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা ;

(জ) বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কল্যাণমূলক তৎপরতায় অবদান রাখা;

(ঝ) উপর্যুক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়ক সকল সুচিন্তিত ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(ঞ) পেশার স্বার্থে ও পেশাগত উৎকর্ষতা অর্জনে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা।

ধারা-৬: মনোগ্রাম

এসোসিয়েশনের একটি নিজস্ব মনোগ্রাম থাকবে, যা নির্বাহী পর্ষদ কর্তৃক স্থিরিকৃত হবে।

ধারা-৭ ঃ বিধিবদ্ধ কর্মসূচী

সাধারণ পর্ষদের অনুমোদনক্রমে এই এসোসিয়েশন এর যাবতীয় কর্মসূচী বিধিবদ্ধ কর্মসূচী হিসেবে বিবেচিত হবে; এর একটি ধারাবাহিকতা থাকবে এবং এর স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকবে।

ধারা-৮ঃ সদস্য

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ থেকে বিবিএ প্রগ্রাম ডিগ্রীধারীরাই কেবল এ এসোসিয়েশন এর সদস্য বলে গণ্য হবেন।

এলামনাই শিক্ষক ব্যতীত ভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকগণ এসোসিয়েশনের সহযোগী সদস্য পদ লাভ করতে পারবেন, ইতোমধ্যে সদস্য পদ গ্রহণকারী ভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকগণ যথারীতি সহযোগী সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন।

সহযোগী সদস্যগণ সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না এবং তাঁদের কোন ভোটাধিকার থাকবে না। তবে তাঁরা অত্র এসোসিয়েশন আয়োজিত পুনর্মিলনীসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

সাধারণ সদস্যঃ

এককালীন টাকা ১০০০/- প্রদান করে ৩ বছর মেয়াদে সদস্যপদ লাভ করতে পারবেন।

আজীবন সদস্যঃ

সাধারণ সদস্য হবার যোগ্য ব্যক্তিরা এককালীন টাকা ৩,০০০/- দিয়ে আজীবন সদস্যপদ লাভ করতে পারবেন।

সদস্য নির্বিশেষে চাঁদার হার একই থাকবে।

ধারা-৯ঃ সদস্যপদ বাতিল/সাময়িক বাতিল

(ক) কোন সদস্য স্বেচ্ছায় এসোসিয়েশন এর সদস্যপদ প্রত্যাহার করতে চাইলে, তিনি নির্বাহী পর্ষদের নিকট লিখিত আবেদনের মাধ্যমে সদস্যপদ প্রত্যাহার করতে পারবেন।

(খ) কোন সদস্য এসোসিয়েশন এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং স্বার্থ বিরোধী কার্যাকলাপে লিপ্ত হলে এবং এসোসিয়েশনের এক বা একাধিক নিয়ম ভঙ্গ করলে অথবা এসোসিয়েশন এর সুনাম হানিকর কোন কাজ করলে নির্বাহী পর্ষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যদের সুপারিশ ও সাধারণ পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সাময়িকভাবে বাতিল বা চিরদিনের জন্য বাতিল বা স্থগিত রাখা যাবে।

(গ) একবার সদস্যপদ স্থগিত বা সাময়িকভাবে বাতিল হলে তা পুনর্বহালের ক্ষমতা নির্বাহী পর্ষদের থাকবে। এ ব্যাপারে নির্বাহী পর্ষদ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবে।

ধারা-১০ প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও পৃষ্ঠপোষক

(ক) গণবিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য এবং রেজিস্ট্রার মহোদয় পদাধিকার বলে এই এসোসিয়েশন এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক থাকবেন।

(খ) গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপ-উপাচার্যগণ এই এসোসিয়েশন এর পৃষ্ঠপোষক থাকবেন।

(গ) ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানপদাধিকার বলে এই এসোসিয়েশন এর পৃষ্ঠপোষক হবেন।

(ঘ) ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন অথবা ব্যবসায় শিক্ষা বা পেশায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন এমন ব্যক্তিগণও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মনোনীত হতে পারবেন।

ধারা-১১ সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

দুটি পর্ষদ নিয়ে এসোসিয়েশন এর সাংগঠনিক কাঠামো গঠিত হবে। যেমন -

(ক) সাধারণ পর্ষদ

(খ) নির্বাহী পর্ষদ।

ধারা -১২: সাধারণ পর্ষদের ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ

(ক) এসোসিয়েশন এর সকল সদস্যদের নিয়ে সাধারণ পর্ষদ গঠিত হবে।

(খ) সাধারণ পর্ষদ সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ বলে বিবেচিত এবং তার সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(গ) সাধারণ পর্ষদ নির্বাহী পর্ষদ নির্বাচন করবে।

(ঘ) এসোসিয়েশন এর নির্বাচনের জন্য নির্বাহী পর্ষদ নির্বাচন কমিশন গঠন করবে।

(ঙ) সাধারণ পর্ষদ গঠনতন্ত্রের অনুমোদন, সংশোধন ও পরিবর্তন করতে পারবে।

ধারা -১৩: নির্বাহী পর্ষদ গঠন প্রণালী ঃ

(ক) নির্বাহী পর্ষদ ১৭ (সতের) জন সদস্যসমন্বয়ে গঠিত হবে । তবে নির্বাহী পর্ষদ প্রয়োজনে সদস্যদের মধ্যে থেকে সর্বোচ্চ ৩জন সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবে। একবার কোন সদস্যকে নির্বাহী সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করা হলে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য তিনি নির্বাহী পর্ষদের সদস্য হিসেবে কাজ করবেন।

(খ)নির্বাহী পর্ষদের গঠন নিম্নরূপ হবে-

সভাপতি	ঃ	১ জন
সহ-সভাপতি.....	ঃ	১ জন
সাধারণ সম্পাদক.....	ঃ	১ জন
যুগ্ম সম্পাদক.....	ঃ	১ জন
কোষাধ্যক্ষ	ঃ	১ জন
সাংগঠনিক সম্পাদক.....	ঃ	১ জন
দপ্তর সম্পাদক	ঃ	১ জন
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	ঃ	১ জন
সাংস্কৃতিক সম্পাদক.....	ঃ	১ জন
সমাজসেবা সম্পাদক	ঃ	১ জন
ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক.....	ঃ	১ জন
নির্বাহী সদস্য	ঃ	৬ জন

(গ) গঠনের তারিখ হতে নির্বাহী পর্ষদের মেয়াদ হবে ৩ তিন বছর। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পর পর ২ (দুই) বছর মেয়াদের বেশী একই পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। তবে ২ (দুই) মেয়াদের পর ইচ্ছা করলে অন্য পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

ঘ) গণ বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা কোন অ্যালামনাই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং প্রশাসনিক শাখায় কর্মরত থাকলে তারা নির্বহী পর্ষদের সদস্য হতে পারবেন না। নির্বহী পর্ষদের কোন সদস্য যদি গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী নেন তবে তখন থেকে তিনি নির্বহী পর্ষদের সদস্যপদ হারাবেন।

<u>ধারা-১৪: নির্বাহী পর্ষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ</u>

১. এসোসিয়েশনের সকল প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কার্যাবলী পরিচালনা, কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে নির্বাহী পর্ষদের সার্বিক ক্ষমতা থাকবে।

২. নির্বাহী পর্ষদ জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সংস্থা এবং সরকারের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবে।

৩. এসোসিয়েশনের এই স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

৪. গঠনতন্ত্রের কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে তা ব্যাখ্যা করবে।

৫. নির্বাহী পর্ষদ প্রয়োজন অনুসারে এক বা একাধিক উপকমিটি গঠন করতে পারবে।

৬. বদলি, পদত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কোন কারনে নির্বাহী পর্ষদের কোন কর্মকর্তার নির্বাহী সদস্য পদ শূণ্য হলে উক্ত পদে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নিবার্হী পর্ষদ কোন সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

<u>ধারা -১৫: নির্বাহী পর্ষদের কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ</u>

(ক) সভাপতি : সভাপতি এই এসোসিয়েশন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। তিনি সংগঠনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তিনি সভা আহবান করার জন্য সাধারণ সম্পাদককে পরামর্শ দেবেন। সাধারণ সম্পাদক সভা আহব্বানে ব্যর্থ হলে বা জরুরী সভা ডাকার প্রয়োজন হলে তিনি সভা আহ্বান করবেন।

(খ) সহ-সভাপতি : তিনি সভাপতির কাজে সহায়তা করবেন এবং সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ সভাপতি,ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(গ) সাধারণ সম্পাদক: এসোসিয়েশন এর সার্বিক কাজের তত্বাবধান ও সম্পাদনার দায়িত্বে থাকবেন। সভাপতির সাথে পরামর্শ ক্রমে সভা আহবান করবেন এবং সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন। তিনি সাধারণ পর্ষদের সভার এসোসিয়েশন এর বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবেন। তিনি এসোসিয়েশন এর যাবতীয় দলিল পত্র, ফাইল, সম্পত্তি ইত্যাদি সংরক্ষন ও তত্বাবধানের দায়িত্বে থাকবেন। তিনি সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা নগদ নিজের কাছে রাখতে পারবেন ও ব্যয় করতে পারবেন।

(ঘ) যুগ্ন সম্পাদক ঃ সাধারণ সম্পাদকের কাজে সহায়তা করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ন সম্পাদক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঙ) কোষাধ্যক্ষঃ কোষাধ্যক্ষ এসোসিয়েশন এর বাজেট প্রণয়ন, আয় ব্যয়ের যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ , ক্যাশ বই লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করবেন। তিনি অনুধিক ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা হাতে রাখতে পারবেন ও ব্যায় করতে পারবেন। তিনি বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও আয় ব্যায়ের হিসাব সাধারণ সভায় পেশ করবেন।

(চ) সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ তিনি সংগঠনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা এবং সদস্য পদ গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করবেন। সেজন্য তিনি উল্লেখিত নতুন নতুন ব্যাচের সাথে এসোসিয়েশনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে যাতে অধিক সংখ্যক এলামনাই অংশগ্রহণ করে

সে ব্যাপারে সমন্বয় সাধন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ।এছাড়াও শাখা সংগঠনের সাথে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের যোগাযোগ ও সমন্বয়য়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(ছ) দপ্তর সম্পাদক ঃ দাপ্তরিক ও যোগাযোগ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করবেন এবং এসোসিয়েশন এর সভার কার্য নির্বাহী বিবরণী বহি, নোটিশ বহিসহ সকল রেজিস্টার (ক্যাশবই ব্যতীত) সংরক্ষণ করবেন।

(জ) প্রচার সম্পাদক ওপ্রকাশনা সম্পাদক ঃ এসোসিয়েশন এর সার্বিক কর্মকান্ডের কর্মসূচীর ও প্রয়োজনীয় প্রচারের ব্যবস্থা করবেন। পূণর্মিলনী ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সুভ্যেনীর বা বুকলেট, গবেষণা ইত্যাদি প্রকাশনার ব্যবস্থা করা সহ এসোসিয়েশন ও সদস্যদের তথ্যসমৃদ্ধ একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত, হালফিল ও সংরক্ষণ করবেন।

(ঝ) সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঃ এসোসিয়েশন এর সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা, বার্ষিক পূণর্মিলনী বা বার্ষিক সাধারণ সভা সহ সময় সময়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কর্মসূচীতে সাংস্কৃতিক কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন।

(ঞ) সমাজসেবা সম্পাদক ঃ এসোসিয়েশন এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গৃহীত কর্মসূচীর আলোকে সমাজসেবামূলক দায়িত্ব পালন করবেন।

(ট) ক্রীড়া সম্পাদক ঃ এসোসিয়েশন এর পক্ষে যাবতীয় ক্রিয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং সংগঠনের গৃহীত বিভিন্ন বিনোদনমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবেন।

(ঠ) নির্বাহী সদস্য ঃ সকল সভায় উপস্থিত হওয়া, সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা, সংগঠনে কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা এবং নির্বাহী পর্ষদ কর্তৃক কোন দায়িত্ব অর্পিত হলে তা পালন করবেন।

ধারা-১৬ঃ নির্বাচন ঃ

(ক) সাধারন পর্ষদ ৩ সদস্য বিশিষ্ট (একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও দুইজন নির্বাচন কমিশনার এর সমন্বয়ে) একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করবে এবং নির্বাচন কমিশন নির্বাহী পর্ষদের নির্বাচনের যাবতীয় ব্যবস্থা করবে, তবে নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে পারবেন না।

(খ) বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাহী পর্ষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

(গ) নির্বাহী পর্ষদ নির্ধারিত সদস্য চাঁদা/ফি পরিশোধ (হালফিল) পূর্বক যাঁরা সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন, তাঁরাই নির্বাচনের দিন ইলেকট্রোরাল কলেজ বা নির্বাচক মন্ডলী হিসেবে গণ্য হবেন।

(ঘ) নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং এসোসিয়েশন এর সার্বিক সহায়তাসহ যে কোন সদস্যের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবেন।

(ঙ) সাধারণত নিবার্হী পর্ষদ গঠনে, কনসেনসাসকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কনসেনসাস ব্যর্থ হলে নির্বাচনের দিন উপস্থিত সদস্যদের এক বা একাধিক প্যানেলের মাধ্যমে কন্ঠ/হস্ত ভোটে একটি নির্বাহী পর্ষদ গঠিত হবে।

(চ) প্রতি ৩ (তিন) বছর অন্তর এসোসিয়েশন এর নির্বাহী পর্ষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অনিবার্য কারণবশত নির্ধারিত সময় যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হয় সেক্ষেত্রে সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে উক্ত মেয়াদ বর্ধিত করা যেতে পারে।

(ছ) নির্বাচনের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ধারা-১৭: (ক) সভা অনুষ্ঠান (সাধারণ পর্ষদ)ঃ

(ক) বছরে এক বার সাধারণ পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে লিখিত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। তবে জরুরি প্রয়োজনে একের অধিক জরুরি সভা আহবান করা যাবে এবং ৭ (সাত) দিন পূর্বে লিখিত বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই জরুরি সাধারণ সভা করা যাবে।

(খ) স্বাভাবিক নিয়মে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত না হলে বা কোন প্রকার অনাস্থা প্রস্তাব বা সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিলে বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বিবেচনার্থে বা জরুরি প্রয়োজনে কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুরোধক্রমে সভাপতি জরুরি সাধারণ সভা ডাকতে পারবেন।

(গ) সাধারণ সভার দিন বা অন্য কোন দিন সদস্যদের সমন্বয়ে ও পরিবার পরিজনসহ পুনর্মিলনীর আয়োজন করতে পারবেন।

(ঘ) সাধারণ সম্পাদক সকল সভার বিজ্ঞপ্তি জারি করবেন। তবে যে কোন জরুরি সভা বা সভাপতির পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক কোন সভা ডাকতে ব্যর্থ হলে সভাপতি জরুরী সভা ডাকতে পারবেন।

(ঙ) সাধারণ পর্ষদের সভা বার্ষিক সাধারণ সভা নামে অভিহিত হবে এবং সদস্য ফি বা চাঁদা পরিশোধকৃত তালিকাভূক্ত এসোসিয়েশন এর সদস্যদের এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভায় কোরাম হবে। সাধারণ সভায় এসোসিয়েশন এর আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ ও বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হবে।

(চ) সাধারণ সভায় সংখ্যাধিক্যমতকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা হবে; তবে সকল সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কনসেনসাস বা মতৈক্যকে প্রাধান্য দিতে হবে।

(ছ) কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোরাম যথেষ্ট বিবেচিত হবে ;তবে সাধারণ পর্ষদ বা নির্বাহী পর্ষদের কোন সভা কোরামের অভাবে অনুষ্ঠিত হতে না পারলে মূলতবী সভা কোরাম ছাড়াই অনুষ্ঠিত হতে পারবে এবং এক্ষেত্রে সভার বিজ্ঞপ্তির সময়সীমা অপরিবর্তিত থাকবে।

(জ) গঠনতন্ত্র সংশোধনের বা অবসায়নের কোন প্রস্তাব মূলতবী সভায় বিবেচনা করা যাবে না।

ধারা-১৭ (খ) সভা অনুষ্ঠান (নির্বাহী পর্ষদ) ঃ

(ক) নির্বাহী পর্ষদের সভা সাধারণভাবে প্রতি ৩ (তিন) মাসে একবার অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য ৭ (সাত) দিনের লিখিত বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে। প্রয়োজনবোধে নির্বাহী পর্ষদের অতিরিক্ত জরুরী সভাও ডাকা যাবে। নির্বাহী পর্ষদ যে কোন সময় বর্ধিত সভার আয়োজন করতে পারবে।

(খ) নির্বাহী পর্ষদের জন্য এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভায় কোরাম হবে।

ধারা-১৮: তহবিল সংগ্রহ ও পরিচালনা ঃ

(ক) "গণ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ এলামনাই এসোসিয়েশন" নামে নির্বাহী পর্ষদের মনোনীত যে কোন একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে একাউন্ট থাকতে পারে।

(খ) সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ- এর যৌথ নামে ব্যাংক একাউন্ট থাকবে, তবে ব্যাংক একাউন্ট থেকে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক এদের যে কোন দুই জন -এর যুগ্ম স্বাক্ষরে টাকা ওঠানো যাবে।

(গ) সদস্য বা আজীবন সদস্যদের নিকট থেকে সংগৃহীত ফি বা চাঁদা বা সুভ্যেনীর বা সংকলনের জন্য বিজ্ঞাপন ছাড়াও নির্বাহী পর্ষদের অনুমোদনক্রমে নির্বাহী পর্ষদ বা পর্ষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন সদস্য এসোসিয়েশন এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন

সংস্থা/সংগঠনের কাছ থেকে অনুদান গ্রহণ করতে পারবে বা তহবিল গঠন করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বা আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে, তবে সরকারের প্রদত্ত কোন অনুদানের জন্য এরূপ কোন অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না।

(ঘ) এসোসিয়েশন এর কাজে ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকার উর্ধ্বে ব্যয়ের জন্য নির্বাহী পর্ষদের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

(ঙ) বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বেই পর্ষদের উদ্যোগে এসোসিয়েশন এর আয়-ব্যায়ের হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং উক্ত সভায় নিরীক্ষাকৃত প্রতিবেদনটি অনুমোদিত হতে হবে।

ধারা -১৯ গঠনতন্ত্রের সংশোধনী ঃ

(ক) এই গঠনতন্ত্রের কোনরূপ সংশোধনের প্রয়োজন হলে বার্ষিক সাধারণ সভা বা জরুরি সাধারণ সভার (কোন মূলতবী সভা নয়) কমপক্ষে এক মাস পূর্বে নির্বাহী পর্ষদের নিকট কোন সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবাকারে তা পেশ করতে হবে।নির্বাহী পর্ষদ মতামতসহ বা মতামত ছাড়া উক্ত প্রস্তাব সাধারণ সভা বা জরুরি সাধারণ সভায় পেশ করবে।

(খ) গঠনতন্ত্রের উক্তরূপ সংশোধন বা পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের প্রয়োজন হলে তা কেবল বার্ষিক সাধারণ সভা বা জরুরি বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদনক্রমে গৃহীত হতে পারে।

ধারা-২০: অবসায়ন ঃ

কোন বিশেষ সময়ে বা পরিস্থিতিতে এসোসিয়েশন এর অবসায়ন /বিলুপ্তির প্রয়োজন দেখা দিলে, যথাযথ বিজ্ঞপ্তি জারি সাপেক্ষে বার্ষিক সাধারণ সভা বা জরুরি সাধারণ সভায় উপস্থিত তিন চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে বিলুপ্তি ঘটানো যাবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংগঠনটির বিলুপ্তি ঘটলে বা সিদ্ধান্ত হলে সকল দায় পরিশোধের পর, কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি থাকলে তা সাধারণ সভার বা জরুরি সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক, জাতীয় পর্যায়ে সুনামের অধিকারী কোন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করাযাবে।

ধারা- ২১: কার্যকরী হওয়া ঃ

অত্র গঠনতন্ত্র আগামী ২৩/০২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের সর্বম্মতিক্রমে এবং সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে তাৎক্ষনিকভাবে কার্যকর/ বলবৎ হয়েছে বলে গণ্য হবে।

সভাপতি **সাধারণ সম্পাদক**